



226560 - পুরুষদের সাথে মহলিাদের একই হলরুম শিক্ষামূলক সমেনিারে উপস্থতি হওয়া

প্রশ্ন

প্রশ্ন: সমেনিার হলরুম যখনে শিক্ষামূলক সমেনিারের আয়োজন করা হয় সখনে হলরুমের পছনের অংশে পুরুষদের থেকে কোন আড়াল ছাড়া নারীদের বসানো কি জায়গে? উল্লেখ্য, আমরা যদি আড়াল দই তাহলে মহলিারা অনুষ্ঠানমালা দেখতে পাবে না। নাকি নারীদেরকে আলাদা হলরুম বসানো ফরজ; যখনে বসে টিভি সম্প্রচারের মাধ্যমে তারা অনুষ্ঠানমালা দেখতে পারবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

যদি এসমেনিার শরয়সমেনিার হয়কথা দরকারীশিক্ষামূলকসমেনিার হয়এবং নারীরাপরপূর্ণশরয়ি পরদাপরধান করসেসমেনিারে আসে,নারী-পুরুষের মশোমশেনিা থাকে, এগুলোছাড়াও অন্যকোন শরয়িতবরিরোধী বিষয়না থাকে,পুরুষরোসামনেরসারগুলিতেবসে, তাদেরপছিনে কিছুজায়গা ফাঁকারখে মহলিারাহজিব সহকারবেসে এবং সকলমেলিকেল্যাণকর কোনআলোচনা শুনে, নারী-পুরুষেরমশ্রিণ নাঘটে, কথিবামহলিারাউচ্চস্বর নাকরতে তাহলে এতকোন অসুবধিনাই; যদিওপুরুষ ওনারীদের মাঝকোন আড়াল নাথাকে তবুও আমরা 129693 নং প্রশ্নোত্তরেএ বিষয়টি আলোচনাকরছি।

শাইখবনি বায (রহঃ)কে জিজ্ঞেসকরা হয়েছিল:

আমাদেরএকটি মসজিদরয়ছে।মসজিদে একটিঅংশকে দয়োলদিয়ে পুরুষদেরনামাযেরজায়গা থেকেআলাদা করে মহলিাদেরনামাযেরজায়গা করাহয়ছে।মহলিারা ইমামও শিক্ষকেরকথা শুনাজন্য মহলিাদেরঅংশে সাউন্ডবক্স দয়োআছে। এক লোক এদয়োলটিভেঙে ফেলোরউদ্যোগনয়িছেন। তারদলি হচ্ছনেবীসাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লামেরহাদসি, “প্রথমপুরুষরোকাতার করবে,তারপর শিরাকাতার করবে,তারপর মহলিারাকাতার করবে”। এইসু নয়িচেরম মতানকৈয়সৃষ্টিহয়ছে। এ ব্যাপারআপনারদেরদকিনরিদশেনাকি?

জবাবতেনি বলনে: এরকোনটিতে কোনঅসুবধি নই।নবীসাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায়মহলিারাপুরুষের সাথে পুরুষেরপছনে নামাযআদায় করত;সখনে কোন দয়োল,কথা অন্যকছির আড়ালছিলি না। মহলিারাপুরুষদেরসাথে মসজিদেপছনের অংশনোমায আদায়করত। সহহি হাদসিএসছে, নবীসাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে,“পুরুষদেরসর্বোত্তমকাতার হচ্ছে-সামনের কাতার;আর সবচেয়েঅনুত্তমকাতার হচ্ছে-পছনের



কাতার। পক্ষান্তরে, নারীদের সর্ববোত্তম কাতার হচ্ছে- পছন্দে কাতার এবং সবচেয়ে অনুত্তম কাতার হচ্ছে- সামনের কাতার।” কারণ মহিলাদের সামনে কাতার পুরুষদের নিকটবর্তী। সুতরাং নারীরা যদি মিসজিদের শেষ অংশে পুরুষদের পছন্দে পের্দা সহনামায আদায় করে তাতে কোন অসুবিধা। কোন দয়োল বা অন্য কোন আড়ালের প্রয়োজন নাই।

আর যদি দয়োল দয়া হয়, কথিবা পর্দা টানানো হয় যাতে করে মেহলিারা মুখখুলে আরামের সাথে নামাযের স্থানে থাকতে পারে এবং মাইকরে মাধ্যমশুনতে পারবে কথিবা মাইকছাড়া ইমামতাদেরকে শুনানোর ব্যবস্থা করলে তাতেও কোন অসুবিধা নাই। আলহামদুলিল্লাহ, এ বিষয়টি প্রিশস্ত; একসংকীর্ণ করার কছিনাই। আর যদি রলেংদ্যো হয় যাকেরে মেহলিারা ইমাম ওমোকতাদিরে কদেখেতে পায়, তাদের কথা শুনতে পায় তাতেও কোন অসুবিধা নাই। বিষয়টি প্রিশস্ত; সুতরাং এবিষয়ে কড়াকড়ি আরোপ করার কছিনাই। দয়োল দয়া হোক, কথিবা রলেংদ্যো হোক, কথিবা পর্দা দয়া হোক, কথিবা কোন কছিনা দয়া হোক সবকছি জায়যে; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় কোন দয়োল বা অন্য কছির আড়াল ছিল না; তারামানুষের সাথে পুরুষদের পছন্দে নামায আদায় করত। [নুরুনআলাদ দারব(১২/২৬৭-২৬৯) সমাপ্ত]

আল্লাহই ভাল জানেন।